অর্জিত ছুটি

(Earned Leave)

কর্মকালীন সময়ের দ্বারা যে ছুটি অর্জিত হয়, উহাই অর্জিত ছুটি (বি এস আর, পার্ট–১ এর বিধি-১৪৫)।

অর্জিত ছুটি দুই প্রকার। যথা:–(১) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি, এবং (২) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি।

গড়বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট–১ এর বিধি-৫ এর উপবিধি-(৩২) অনুযায়ী যে ছুটিকালে গড় বেতনের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই গড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমাল, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(i) অনুযায়ী একজন কর্মচারী কর্মকালে প্রতি ১১ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে গড় বেতনে ছুটি অর্জন করেন। অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার কর্মকালের $\frac{১}{১১}$।

উদাহরণ : একজন কর্মচারী ১৯ জুন, ২০০৪ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ হইতে ২ মাসের ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করেন। এইক্ষেত্রে যেহেতু তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিয়াছে, সেইহেতু ৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তাঁহার অর্জিত ছুটির প্রাপ্যতার হিসাব করিতে হইবে। 'ছুটি হিসাব' এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ–

(১) চাকরিতে যোগদানের তারিখ–	*১৯ জুন, ২০০৪*
(২) ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ	*১০ ডিসেম্বর, ২০১৪*
(৩) ইতিপূর্বে ভোগকৃত সর্বমোট ছুটির পরিমাণ–	
(ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি–	*২ মাস ৭ দিন*
(খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি–	*২ মাস*
(গ) প্রসূতি ছুটি–	*৬ মাস*
(ঘ) অধ্যয়ন ছুটি–	*২ বৎসর*
(ঙ) অসাধারণ ছুটি–	*২ মাস*

উপরোক্ত ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর অর্জিত ছুটির হিসাব হইবে নিম্নরূপ—

	সন	মাস	দিন
ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ—	২০১৪	১২	১০
বাদ চাকরিতে যোগদানের তারিখ	২০০৪	০৬	১৯

মোট চাকরিকাল— ১০ বৎসর ০৫ মাস ২১ দিন

বাদ

ভোগকৃত ছুটিকাল—	বৎসর	মাস	দিন
গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল—	০০	০২	০৭
অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল—	০০	০২	০০
প্রসূতি ছুটিকাল—	০০	০৬	০০
অধ্যয়ন ছুটিকাল—	০২	০০	০০
অসাধারণ ছুটিকাল—	০০	০২	০০

০৩ বৎসর ০০ মাস ০৭ দিন

ছুটির হিসাবের জন্য কর্মকাল ০৭ বৎসর ০৫ মাস ১৪ দিন

মোট কর্মদিনের সংখ্যা= ৭ বৎসর×৩৬৫= ২৫৫৫ দিন
৫ মাস×৩০= ১৫০ দিন
১৪ দিন×১= ১৪ দিন
২৭১৯ দিন

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ (২৭১৯÷১১)=২৪৭ দিন অর্থাৎ ৮ মাস ৭ দিন।

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ—	৮ মাস ৭ দিন
ইতিমধ্যে ভোগকৃত অর্জিত ছুটি—	২ মাস ৭ দিন
প্রাপ্য অর্জিত ছুটির পরিমাণ—	৬ মাস ০ দিন

অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট–১ এর ৫(৩২) নং বিধিমতে যে ছুটির সময়ে গড়বেতনের অর্ধেকের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) (iii) নং বিধিমতে একজন কর্মচারী কর্মকালের প্রতি ১২ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জন করে। অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার কর্মকালের $\frac{১}{১২}$।

উদাহরণ : পূর্বোক্ত গড় বেতনে অর্জিত ছুটি নির্ণয়ের উদাহরণে প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির হিসাব করিলে, প্রাপ্য অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ –

মোট কর্ম দিনের সংখ্যা ২৭১৯ দিন। তাঁহার অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির পরিমাণ হইবে (২৭১৯÷১২)=২২৬+১=২২৭ দিন বা ৭ মাস ১৭ দিন।

উল্লেখ্য ভাগশেষ ৬ বা ইহার অধিক হইলে গড় বেতনে বা অর্ধ-গড় বেতনে এই উভয় ক্ষেত্রে 'ছুটি হিসাব' এর জন্য ভাগফলের সহিত ১ দিন যোগ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে ভাগশেষ ৭ হওয়ায় ভাগফল ২২৬ দিনের সহিত ১ দিন যোগ হইয়া ২২৭ দিন হইয়াছে। ভাগশেষ ৬ এর কম হইলে তাহা গণনায় ধরা যাইবে না।

গড় বেতনে ও অর্ধ গড় বেতনে ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

(ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

১। **ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ :** নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(ii) অনুযায়ী একজন কর্মচারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনে ছুটি ভোগ করিতে পারেন।

২। **স্বাস্থ্যগত কারণ :** নির্ধারিত ছুটিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) (ii) নং বিধি অনুযায়ী একজন কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে গড় বেতনে এককালীন সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে তাহা অর্ধ-গড় বেতনে ভোগ করিতে পারিবেন। অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯ এর উপবিধি (৩) এর অধীনে অসাধারণ ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

বি এস আর, পটি-১ এর বিধি-১৫৭ এবং পরিশিষ্ট-৮ এর বিধান মোতাবেক স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করিতে হইবে–

(১) ছুটির আবেদনের সহিত মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ-৯ ও ১৫

(২) স্বাস্থ্যগত কারণে ৩ মাসের অধিক ছুটির আবেদনের ক্ষেত্রে অথবা ৩ মাসকে অতিক্রমপূর্বক ছুটি বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইবে। অনুচ্ছেদ-১১

(৩) ছুটি শেষে কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ-১৯ ও ২০

(৪) দাখিলকৃত মেডিকেল সার্টিফিকেটের বিষয়ে ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তোষ্ট না হইলে দ্বিতীয়বার মেডিকেল পরীক্ষার আদেশ দিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজেই যতশীঘ্র সম্ভব দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অনুচ্ছেদ-১৬

(খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি ভোগের মেয়াদ নির্ধারিত না থাকিলেও যেহেতু নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যায়, সেইহেতু অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির মেয়াদ দ্বারা উক্ত সময়সীমাকে অতিক্রম করা যাইবে না।

(গ) ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি নেওয়া যায়। একপ্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে অন্যপ্রকার ছুটি, এইভাবে একাধিকপ্রকার ছুটি সম্মিলিতভাবে নেওয়া হইলেও বিধি-৭ তে বর্ণিত উক্ত সর্বোচ্চ মেয়াদ অতিক্রম করা যাইবে না।

অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১) (iii) অনুযায়ী স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির ক্ষেত্রে অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে প্রতি দুই দিনের জন্য একদিন হিসাবে সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে। ইহাছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং MF/FD/Reg-II/leave-16/84/9, তারিখ : ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৫ অনুযায়ী ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রেও একইহারে অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে।

অর্ধ-গড় বেতনে ছুটিভোগকালে প্রাপ্য
বাড়ীভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতার হার

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং MF/R-II/HR-I/77-260(500), তারিখ : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ অনুযায়ী অর্ধগড় বেতনে ছুটি ভোগকালে বাড়ীভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা পূর্ণ হারে পাইবেন।